এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ ।

আজ রবিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ ।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বমোট রেজাল্ট এসেছে ১৩৮+২২= ১৬০, সবগুলোই নেগেটিভ ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

মুজিবনগরে করোনায় মৃত রুগীদের স্বেচ্ছায় দাফন করবে কওমী ওলামাগণ

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসের কারনে যদি কারও মৃত্যু ঘটে তাহলে স্বেচ্ছায় মৃত্যু ব্যাক্তিকে গোসল ও দাফন-কাফন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ইসলামী আন্দোলন কওমী ওলামায়ে কেরামগন মুজিবনগর উপজেলা শাখা।

এ লক্ষে তারা রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ১৭ জন কওমী ওলামায়ে কেরামগনের একটি তালিকা দিয়েছেন।

এ সময় তারা বলেন, আমরা খবরে দেখছি বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু এই ভাইরাসটি এক জনের শরির থেকে আরেক জনের শরিরে ছড়িয়ে যাবার ভয়ে কেউ ঐ মৃত ব্যক্তির গায়ে হাত দিচ্ছে না। এমনকি তাকে গোসল কিংবা দাফন ঠিকমত করছে না। মেশিনে করে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুতে রেখে আসছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত

নিয়েছে আমাদের জীবন বাজি রেখে হলেও আমরা মুজিবনগরে করোনায় মৃত্যু ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় গোসল ও দাফন করাবো।

মেপ্র/ইএম

সোনাপুরে মসজিদসহ বিভিন্ন স্থানে ছিটানো হয়েছে জিবানুনাশুক স্প্রে

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের বিভিন্ন মসজিদসহ রাস্তা ও বাজারগুলোতে ছিটানো হয়েছে জিবানুনাশুক স্প্রে।

রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়ার সোনাপুর গ্রামের সদস্যবৃন্দদের উদ্যেগে এ সকল জিবানুনাশুক স্প্রে করা হয়।

এ সময় রাস্তা দিয়ে চলাচল সকল ভ্যান,নসিমন, করিমন, মটরসাইকেল এর চাকা ধুয়ে দেওয়া হয়।

করোনায় একদিনে আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৩১২

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৩১২ জন।

নতুন নমুনা পরীক্ষা ২৬৩৪ জনের।

এ নিয়ে দেশে করোনায় মোট ৯১ জনের মৃত্যু ও ২ হাজার ৪৫৬ জন আক্রান্ত হলেন।

এছাড়া নতুন করে সুস্থ হয়েছেন আরও ৯ জন। এ নিয়ে মোট ৭৫ জন করোনা রোগী সুস্থ হলেন।

রোববার বেলা আড়াইটার পর অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ‘কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

গাংনীর ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কে সীমানা প্রাচীর ও স্মৃতিস্তম্ব নির্মানে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কের সীমানা প্রাচীর ও স্মৃতিস্তম্ব নির্মানে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। করোনা আতঙ্কের মধ্যে চলছে নির্মান কাজ। কাজ তদারকির জন্য একজন কার্য-সহকারি থাকার কথা থাকলেও সরেজমিনে তার দেখা পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের সঠিক তদারকি না থাকার কারনে এমন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অনেকেই।

৪০ লাখ ৯১ হাজার ৫৯৩ টাকা বরাদ্দে সীমানা প্রাচীর নির্মানের কাজ পায় মেহেরপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আনোয়ার-সাদাত। কাজটি বাস্তবায়ন করছেন গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর

রহমান রানা।

অপরদিকে ২১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা বরাদ্দে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের কাজ পায় কুষ্টিয়ার মিরপুরের ঠিকাদার সোহেল রেজা। কাজটি বাস্তবায়ন করছেন গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ।

কাজ দুটিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকার পরও নিম্বমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মান কাজ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকাবাসী।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, সীমান প্রাচীর নির্মানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্বমানের ইট। সেই সাথে গাথুনিতে ব্যবহার হচ্ছে না পর্যাপ্ত সিমেন্ট। প্রাচীরের ভিত ও ব্যবহৃত রডের ক্ষেত্রেও রয়েছে অনিয়ম।

পার্কের পশ্চিম পাশে নির্মান করা হচ্ছে স্মৃতিস্তম্ব। তবে করোনা পরিস্থিতিতে এটির নির্মার কাজ আপাতত বন্ধ আছে। এটি নির্মার্নে সব চেয়ে বড় অনিয়ম হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। নিন্মমানের ইট ও বালি দিয়ে তৈরি হচ্ছে এটি। এছাড়াও একটি মাত্র ইট মাটির নিচে দিয়ে তার উপর দিয়ে চলছে গাথনি।

সীমানা প্রাচীর নির্মানের বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, এখানে নিম্নমানের ইট ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেই। এরপর যদি ভাটা থেকে নিম্নমানের ইট কিছু চলে আসে সেগুলো মিস্ত্রিকে বলেছি বাদ দেওয়ার জন্য।

স্মৃতিস্তম্ভের কাজের বিষয়ে সাহারবাটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বলেন, আপনারা (সাংবাদিকরা) এইসবের দিকে না তাকিয়ে যেখানে চাল চুরি হচ্ছে সেখানে তাকান। আর আমার কজে কোন দুই নাম্বারী হচ্ছে না। যে সব ইট গুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর আবার টাইলস বসবে।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) নিরঞ্জন চক্রবর্তি জানান, করোনা পরিস্থিতিতে আমরা তো সবাই ত্রাণ বিতরণ নিয়ে ব্যস্ত আছি। তারপর আমরা ভাট পাড়ার কাজ নিয়মিত তদারকি করছি। যাতে কোন অনিয়ম না হয়।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কের কাজের বিষয়ে আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো। নির্মান কাজে অনিয়ম হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হবে।

আজ রাতেও খাবার পৌঁছে দিলেন মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধাঁরে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। গতকাল শনিবার রাতে ১ নং ওয়ার্ডের নতুন পাড়ার ৩৮০ টি পরিবারে খাদ্য পৌঁছে দিয়েছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।
এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ ভলেন্টিয়ারদের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ ভলেন্টিয়ারদের মাঝে মাক্স,হ্যান্ডগ্লাপ্স ও ব্লিচিং পাওডার প্রদান করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

শনিবার দুপুর সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে এ সকল সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভলেন্টিয়ারদের উদ্যেশে বলেন, আপনার জানেন যে আমাদের দেশে করোনা বর্তমানে মহামারি আকারে ধারন করতে শুরু করেছে। এই মহামারি থেকে বাচতে আমাদের সকলের সচেতনতার প্রয়োজন। আর জনগনকে সচেতন করার জন্য কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়াররা কাজ করবে। কাউকে সচেতন করতে গিয়ে কেউ আপনারা কাউকে কটু করে কথা বলবেন না। সকলকে বুঝিয়ে বাসায় থাকার জন্য আহব্বান করবেন।

আর যদি কেউ আপনাদের কথা না শুনতে চাই তাহলে আপনারা বিষয়গুলো আমাকে জানাবেন প্রয়োজনে আমি সেখানে যাবো। তাছাড়া প্রশাসনের পাশাপাশি করোনা মোকাবেলায় মুজিবনগর উপজেলার ভলেন্টিয়াররসকল ধরনের সহযোগীতা করবে বলে আমি আশা করছি।

গাংনীতে কাতার প্রবাসির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে ৬০টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে কাতার প্রবাসি মোঃ খালিদ হোসেন এর পক্ষ থেকে উপজেলার আড়পাড়া বাজারে ৬০ জন কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, আধা কেজি করে তেল ও মসুরি ডাউল এবং সাবান বিতরণ করা হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক উপস্থিৎ থেকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেন।
এ সময় ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোঃ শমসের আলি, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আঃ হাকিম উপস্থিৎ ছিলেন।

ত্রাণ বিতরণ কালে বক্তারা বলেন আড়াপাড়া গ্রামের কৃতি সন্তান হাজি জাফর আলির ছেলে কাতার প্রবাসি মোঃ খালিদ হোসেন সুদুর প্রবাস থেকেও আপনাদের কথা ভাবেন। করোনা ভাইরাসের কারণে আপনাদের ঘরে থাকতে হয় যে কারণে মানুষ কর্মহীন হয়ে এই জন্য তিনি এ খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রাখবেন।

গাংনীর প্রথম মেয়র আমিরুল ইসলামের পরিবারের উপর হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভার প্রথম মেয়র মরহুম আমিরুল ইসলামের মৃত্যুর ১৬ বছর পর আবারও হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে মরহুম মেয়রের পরিবারের সদস্যরা।
শনিবার সন্ধ্যায় নিজ ভাসভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মরহুম মেয়র আমিরুল ইসলামের স্ত্রী মিসেস সালমা ইসলাম স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্যে বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর ১৬ বছর যাবৎ ভাল ভাবে জীবন যাপন করে আসছিলেন। হিজরি সনের গত ১৪ সাবান তার ছেলে শাওন ও মেয়ে প্রভাতি ইসলাম সোমা তাদের বাবার হত্যার বিচার চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যটাস দেয়। সেই কারণে তার সন্তানদের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। হামলার সময় তার সন্তানদের না পেয়ে তার গৃহবধুর উপর হামলা হয় বলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন।
সংবাদ সম্মেলনে মিসেস সালমা ইসলাম বলেন, আমরা কারোর ক্ষতি চাইনি, আমরা চাই সকলে সুখে থাকুন।
তিনি বলেন, গত ১৬/০৪/২০২০ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনায় গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয় ঐ মামলায় একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
সংবাদ সম্মেলনে মরহুম আমিরুল ইসলাম ও মিসেস সালমা ইসলামের মেয়ে প্রভাতি ইসলাম দাবি করেন, আমাদের উপর অনেক আগে থেকেই হামলার টার্গেট রয়েছে দূর্বৃত্তদের। আমার ছোট ভাই শাওন অথবা আমার উপরই তাদের লক্ষ ছিল। আমরা ঘরের ভিতর থাকার কারণে তারা আমার ভাইয়ের

স্ত্রীর উপর হামলা করেছে। প্রভাতি ইসলাম সোমা দাবি করেন ওখানেতো আমিও থাকতে পারতাম বা আমি থাকলে আমার উপরেও হামলা হতে পারত।
সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মিসেস সালমা ইসলাম বাংলাদেশ সরকার, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম এর কাছে সুষ্ঠ তদন্ত সহকারে তাঁর স্বামী হত্যা ও ছেলে স্ত্রীর উপর হামলার বিচার দাবি করেন। সাথে সাথে গাংনীর জনসাধারণের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে মিসেস সালমা ইসলামের ছেলে শাওন ইসলাম বলেন আমার বাবাকে অনেক আগেই হত্যা করেছেন আমি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। এ সময় তিনি অনুরোধ করেন হামলা না করার জন্য।

মোবাইল কোর্টে গিয়ে খাদ্য সহয়তা প্রদানঃ সহযোগীতার সিদ্ধান্ত ইউএনও

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত,তৌহিদ শেখের ছেলে ইসলাম শেখ(বিহারী)। বাগোয়ান ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড ভবেরপাড়া গ্রামের ভোটার তিনি। সোনাপুর নতুনপাড়া মাঠের ভিতর এক টুকরো জমি থাকায় সেখানে বসবাস করে সে।

স্ত্রী,দুই মেয়ে ও এক ছেলে সহ ৫ জনের সংসার তার। একজনের আয়ে চলে তার পরেবারের ৫ জনের পেট। ঝাপের তৈরি একটি কামরার ভিতর রয়েছে একটি মাত্র খাট। এই ঘরের মধ্যেই রান্না, খাওয়া ও পাঁচজন মানুষের বসবাস।

ঘরের টিনগুলোও ভাঙা, উপরের দিকে তাকালে আকাশ দেখা যাই। ঘরের চাটাইয়ের ভাঙ্গা বেড়ার যে কোনো দিক দিয়ে শিয়াল, কুকুর, সাপ বা মানুষও খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই ঘরেই রয়েছে বিয়ের উপযুক্ত দুইটি মেয়ে।

বর্তমানে বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস মহামারি আকারে ধারন করায় মানুষের কাজ কাম, চলা ফেরা সিমিত করে দেওয়া হয়ছে। জনগনকে বারবার বাসায় থাকার জন্য আহব্বান করছে প্রশাসন। কাজ না করেও যাতে করে কেউকে না খেয়ে থাকতে না হয় সে জন্য প্রর্যাপ্ত পরিমানে ত্রান দিচ্ছে সরকার। কিন্তু অনেকেই সরকারী এই অনুদান পেলেও খাবারের জন্য একটিও চাল পাইনি অসহায় পরিবার। তবে সেই পরিবারের প্রতি সুদৃষ্টি পরেছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর।

এ অসহায় পরিবারে এ অবস্থার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার বিকালে তার বাড়ি ঘর দেখার পর উপজেলায় ডেকে নিয়ে সরকারী খাবার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। সামনে কখনো সরকারী বরাদ্ধ গরীবদের মাঝে ঘর আসলে তাকে একটি ঘরের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হবে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন ইউএনও উসমান গনি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, শনিবার দুপুরে তার বাড়িতে মোবাইল কোর্টের অভিযান চালানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার এই দূর-অবস্থা দেখতে পাই।

মাঠের ভিতর একটিই মাত্র বাড়ি, তার উপর ভাঙা ঝাপের ঘর। চোখের সামনে দেখতে পাই স্ত্রী-সন্তানসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ পরিবারটির অমানবিক জীবন-যাপন। তার পরিবারে বিয়েতূল্য দুইটা মেয়ে আছে। তাদের দেখার পর নিজের কাছে মনে হলো একে যদি সাজা দিই তাহলে আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে এই পরিবারের। একে সাজা দিলে ভাবে থাকবে এই পরিবার।

কে দেবে বিয়েতূল্য দুই মেয়ের নিরাপত্তা।তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে সাজা দেওয়াতো দূরে থাক, বরং কিছু টাকা এই পরিবারকে দিয়ে আসা উচিত। এরপর সাথে সাথে আমি তাদেরকে উপজেলায় আসতে বলি। তারা উপজেলা আসলে তাদের হাতে তুলে দিই সরকারীভাবে দেওয়া ত্রানের একটি অংশ। আমি যতদিন মুজিবনগরে আছি ততদিন এই পরিবারের এ অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো। যতদূর পারি এই পরিবারকে সরকারি সহযোগিতা প্রদান করবো।